দ্বন্দ্ব সমাস

* দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়। যেমনঃ

(১) মিলনার্থক শব্দযোগেঃ মা-বাপ, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি, চা-বিস্কুট ইত্যাদি।

(২) বিরোধার্থক শব্দযোগেঃ দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি।

(৩) বিপরীতার্থক শব্দযোগেঃ আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান ইত্যাদি।

(৪) অঙ্গবাচক শব্দযোগেঃ হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, মাথা-মুন্ডু, নাক-মুখ ইত্যাদি।

(৫) সংখ্যাবাচক শব্দযোগেঃ সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, সাত-সতের, উনিশ-বিশ ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাস

(৬) সমার্থক শব্দযোগেঃ হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, খাতা-পত্র ইত্যাদি।

(৭) প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগেঃ কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধূতি-চাদর ইত্যাদি।

(৮) দুটি সর্বনামযোগেঃ যা-তা, যে-সে, যেমন-তেমন, যথা-তথা, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে ইত্যাদি।

(৯) দুটি ক্রিয়াযোগেঃ দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, দেওয়া-থোওয়া ইত্যাদি।

(১০) দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে: ধীরে-সুস্থে, আগে-পাশে, আকারে-ইঙ্গিতে ইত্যাদি।

(১১) দুটি বিশেষণযোগে : ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাস

* যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না তাকে **অলুক দ্বন্দ্ব** বলে। যেমন : দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে।

* তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে **বহুপদী দ্বন্দ্ব** সমাস বলে। যেমনঃ সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ ইত্যাদি।

* দ্বন্দ্ব সমাসের গাণিতিক গঠনঃ

ক্রমিক	পূর্বপদ	ও/আর	পরপদ	= দ্বন্দ্ব সমাস
১	বিশেষ্য	ও/আর	বিশেষ্য	= দ্বন্দ্ব সমাস
২	সর্বনাম	ও/আর	সর্বনাম	= দ্বন্দ্ব সমাস
৩	বিশেষণ	ও/আর	বিশেষণ	= দ্বন্দ্ব সমাস
৪	ক্রিয়া	ও/আর	ক্রিয়া	= দ্বন্দ্ব সমাস
৫	ক্রিয়াবিশেষণ	ও/আর	ক্রিয়াবিশেষণ	= দ্বন্দ্ব সমাস

কর্মধারয় সমাস

* যেখানে বিশেষণ (Adjective) বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য (Noun) বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাকে **কর্মধারয় সমাস** বলে।

* যেমন : নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম; শান্ত অথচ শিষ্ট = শান্তশিষ্ট; কাঁচা অথচ মিঠা = কাঁচামিঠ

* কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকার হতে পারে। যেমন : মধ্যপদলোপী, উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাস।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস

যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে।

যেমনঃ

সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন
স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ

উপমান কর্মধারয় সমাস

- উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় **উপমেয়** আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় **উপমান**।

  যেমনঃ আশরাফুল টেন্ডুলকারের মত খেলে/সুনীল ছেত্রী মেসির মত খেলে।

- উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমন : ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ=ভ্রমরকৃষ্ণকেশ

- এখানে ভ্রমর উপমান এবং কেশ উপমেয়। কৃষ্ণত্ব হলো সাধারণ ধর্ম।

উপমান কর্মধারয় সমাস

➢ সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয় তাকে **উপমান কর্মধারয় সমাস** বলে।

যেমন : তুষারের ন্যায় শুভ্র=তুষারশুভ্র অরুণের ন্যায় রাঙা=অরুণরাঙা

রূপক কর্মধারয় সমাস

- উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে 'রূপ' অথবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়। যেমন :

  - ক্রোধ রূপ অনল=ক্রোধানল বিষাদ রূপ সিন্ধু= বিষাদসিন্ধু মন রূপমাঝি=মনমাঝি

উপমিত কর্মধারয় সমাস

সাধারণ গুণের কথা উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে।

যেমনঃ

মুখ চন্দ্রের ন্যায় = চন্দ্রমুখ

পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ

কর্মধারয় সমাস

- আরও কয়েক ধরনের কর্মধারয় সমাস রয়েছে। কখনো কখনো সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ এবং উপসর্গ আগে বসে পরপদের সাথে কর্মধারয় সমাস গঠন করতে পারে। যেমন :

- অব্যয় : কুকর্ম, যথাযোগ্য
- সর্বনাম : সেকাল, একাল
- উপসর্গ : বিকাল, সকাল, বিদেশ, বেসুর

- বিশেষণ (বিশেষ্য থাকলেও বিশেষণ অর্থ প্রকাশ পায়)+ রূপ + বিশেষ্য=রূপক কর্মধারয় ।

যেমন : ক্রোধানল = ক্রোধ রূপ অলন মনমাঝি = মন রূপ মাঝি

কর্মধারয় সমাস

* কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়। যেমনঃ

(১) দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে যেমনঃ যে চালাক সেই চতুর = চালাক - চতুর।

(২) দুটি বিশেষ্য পদে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে। যেমনঃ যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজ সাহেব।

(৩) কার্যে পরম্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ পদের কর্মধারয় সমাস হয়। যেমনঃ আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা।

(৪) পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে সেটি পুরুষ বাচক হয়। যেমনঃ সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা; মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি

কর্মধারয় সমাস

(৫) বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে, 'মহৎ' ও 'মহান' স্থানে 'মহা' হয়। যেমনঃ মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান; মহান যে নবি = মহানবি; মহৎ/মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি

(৬) পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধনি থাকলে 'কু' স্থানে 'কৎ' হয়। যেমনঃ কু যে অর্থ = কদর্থ; কু যে আচার = কদাচার।

(৭) পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে 'রাজ' হয়। যেমনঃ মহান যে রাজা = মহারাজ।

(৮) বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে, বিশেষ্য আগে যায়। যেমনঃ সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ; অধম যে নর = নরাধম

তৎপুরুষ সমাস

- পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে **তৎপুরুষ সমাস** বলে। তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে কোনো বিভক্তি থাকতে পারে আর পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এদের নামকরণ হয়। যেমন : বিপদকে আপন্ন=বিপদাপন্ন। এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে বলে এর নাম দ্বিতীয় তৎপুরুষ।

- **তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার**। যেমন : দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস, তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস, চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস, পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস, ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস, সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস, নঞ তৎপুরুষ সমাস, উপপদ তৎপুরুষ সমাস ও অলুক তৎপুরুষ সমাস।

তৎপুরুষ সমাস

- পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন:
  - দুঃখকে প্রাপ্ত=দুঃখপ্রাপ্ত বিপদকে আপন্ন=বিপদাপন্ন পরলোকে গত =পরলোকগত
- ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন :
  - চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী=চিরসুখী। এরূপ : গা-ঢাকা, রথদেখা, বীজবোনা, ভাতরাঁধা, ছেলে-ভুলানো (ছড়া), নভেল-পড়

তৎপুরুষ সমাস

- পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয় তাকে **তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস** বলে।
- যেমন :
  - মন দিয়ে গড়া=মনগড়
  - শ্রম দ্বারা লব্ধ=শ্রমলব্ধ
  - মধু দিয়ে মাখা= মধুমাখ
  - ধনে আঢ্য=ধনাঢ্য

তৎপুরুষ সমাস

- ঊন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন
  - এক দ্বারা উন=একোন বিদ্যা দ্বারা হীন= বিদ্যাহীন
  - জ্ঞান দ্বারা বা জ্ঞানে শূন্য পাঁচ দ্বারা কম=পাঁচ কম (এক শ)
- ক) উপকরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত=স্বর্ণমণ্ডিত
- এরূপ : হীরকখচিত, চন্দনচর্চিত, রত্নশোভিত ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাস

- খ) পূর্বপদের তৃতীয়া বিভক্তি দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি লোপ না হলে অলুক তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন :

  তেলে ভাজা=তেলেভাজা, কলে ছাঁটা=কলেছাঁটা

- এরূপ : তাঁতেবোনা, মায়েখেদানো, পোকায়কাটা (কাপড়), হাতেকাটা (সুতা)

তৎপুরুষ সমাস

- পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয় তাকে **চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন

  - গুরুকে ভক্তি=গুরুভক্তি আরামের জন্য কেদারা=আরামকেদারা বসতের নিমিত্ত বাড়ি=বসতবাড়ি

    বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগল

  - এরূপ : ছাত্রাবাস, ডাকমাশুল, চোষকাগজ, শিশুমঙ্গল, মুসাফিরখানা, হজ্জযাত্রা, মালগুদাম, রান্নাঘর, মাপকাঠি, মেয়েস্কুল, বালিকা-বিদ্যালয়, পাগলাগারদ ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাস

- পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন:
  - খাঁচা থেকে ছাড়া=খাঁচাছাড় বিলাত থেকে ফেরত= বিলাতফেরত

তৎপুরুষ সমাস

- সাধারণত চ্যুত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে যুক্ত হলে **পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস** হয়। যেমন: স্কুল থেকে পালানো= স্কুলপালানো জেল থেকে মুক্ত=জেলমুক্ত
- এরূপ : জেলখালাস, বোঁটাখসা, আগাগোড়া, শাপমুক্ত, ঋণমুক্ত
- কোনো কোনো সময় পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে ‘এর’ ‘চেয়ে’ ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যেমন: পরাণের চেয়ে প্রিয়= পরাণপ্রিয়।

তৎপুরুষ সমাস

- পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে **ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন :

  চায়ের বাগান=চাবাগান রাজার পুত্র=রাজপুত্র খেয়ার ঘাট =খেয়াঘাট

- এরূপ : ছাত্রসমাজ, দেশসেবা, দিল্লীশ্বর, বাঁদরনাচ, পাটক্ষেত, ছবিঘর, ঘোড়দৌড়, শ্বশুরবাড়ি, বিড়ালছানা ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাস

- পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ,য়, তে) লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে **সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন :

  গাছে পাকা= গাছপাকা দিবায় নিদ্রা=দিবানিদ্রা

- এরূপ: বাকপটু, গোলাভরা, তালকানা, অকালমৃত্যু, বিশ্ববিখ্যাত, ভোজনপটু, দানবীর, বাক্সবন্দি, বস্তাপচা, রাতকানা, মনমর ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাস

- সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে কোনো কোনো সময় ব্যাসবাক্যে পরপদ সমস্তপদের পূর্বে আসে। যেমন :

পূর্বে ভূত=ভূতপূর্ব পূর্বে অশ্রুত=অশ্রুতপূর্ব পূর্বে অদৃষ্ট=অদৃষ্টপূর্ব

তৎপুরুষ সমাস

- না বাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে **নঞ্ তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন :

  ন আচার=অনাচার ন কাতর=অকাতর

- এরূপ : অনাদর নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, অভাব, বেতাল ইত্যাদি।
- খাঁটি বাংলায় অ, আ, না কিংবা অনা হয়। যেমন : ন কাল= অকাল বা আকাল
- এরূপ : আধোয়া নামঞ্জুর, অকেজো, অজানা, অচেনা, আলুনি, নাছোড়, অনাবাদী, নাবালক ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাস

- না বাচক অর্থ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ অর্থে নঞ তৎপুরুষ সমাস হতে পারে। যেমন : অভাব-ন বিশ্বাস = অবিশ্বাস (বিশ্বাসের অভাব) ভিন্নতা -ন লৌকিক = অলৌকিক অল্পতা - ন কেশা = অকেশ

  বিরোধ- ন সুর = অসুর অপ্রশস্ত- ন কাল = অকাল মন্দ - ন ঘাট = অঘাট

- এরূপ : অমানুষ, অসঙ্গত, অভদ্র, অনন্য, অগম্য ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাস

- যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয় যুক্ত হয় সে পদকে **উপপদ** বলে। কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয় তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন : জলে চরে (ক্রিয়া) যা=জলচর

  জল দেয় যে= জলদ

  পঙ্কে জন্মে যা=পঙ্কজ

  - জলে + (চর + এ) + য

- এরূপ : গৃহস্থ, সত্যবাদী, ইন্দ্রজিৎ, ছেলেধরা, ধামাধরা, পকেটমার, পাতাচাটা, হাড়ভাঙ্গা, মাছিমারা, ছারপোকা, ঘরপোড়া, বর্ণচোরা, গলাকাটা, পা-চাটা, পাড়াবেড়ানি, ছা-পোষা ইত্যাদি।

তৎপুরুষ সমাস

- যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ হয় না তাকে **অলুক তৎপুরুষ সমাস** বলে। যেমন : গায়ে পড়া= গায়েপড়া
- এরূপ : ঘিয়ে ভাজা, কলে ছাঁটা, কলের গান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি।